Ghanada Club

ঘনাদা ক্লাব

গত কয়েক সংখ্যা ধরেই ঘনাদা ক্লাবের আনুষ্ঠানিক পত্তন করবার যে আবেদন উঠেছে তার সঙ্গে আমিও একমত। এবং বিভিন্ন পত্রলেখক যে সব অভিমত জানিয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ। একবারে শুরুতে ঘনাদা ক্লাব-এর প্রতীক চিহ্ন নিয়ে কিছু মতামত চিঠিপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতীক চিহ্ন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করার আগে সকলের অভিমত নিয়েই আলোচনা অবশ্যই করবেন উদ্যোক্তাগণ। এই সূত্রে আমার একটি বক্তব্য জানাই। ঘনাদার কাহিনীগুলি পাঠ করে ঘনাদার অসাধারণ তীক্ষ্ন বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যদিও এই ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োগ কৌশলকে কোনকোন সময়ে একটু চালিয়াতি বলেও মনে হতে পারে। তাই ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে একটি চতুর কোন প্রাণীর কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

দেবযানী ভট্টাচার্য, কলকাতা-25

ঘনাদা ক্লাব

প্রাথমিকভাবে ঘনাদা ক্লাব গঠনের জন্য একটি সভা আহ্বান করা প্রয়োজন। যে সভায় ঘনাদা ক্লাব গঠনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্ভাব্য কর্ম-সূচীও আলোচিত হওয়া দরকার। এবং ক্লাব গঠনেরও পূর্বে ঘনাদা ক্লাবের একটি প্রতীকও নির্বাচন করা দরকার। তাই আজ পর্যন্ত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে পাঠানো প্রস্তাবিত প্রতীক চিহ্নের একটি নির্বাচিত তালিকা প্রকাশ করা হল। অধিকাংশপাঠকের অভিমতের সপক্ষে প্রতীক চিহ্ন স্থিরীকৃত করা হবে। —সম্পাদক

ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিহ্নের যে সব সুপারিশ এসেছে।

(1) প্রদীপ (2) মোমের আলো (3) বিচিত্র পোকা সিস্টোসার্কা গ্রিগোরিয়া (4) উদীয়মান সূর্য (5) প্রদীপের দীপশিখা (6) পদ্মফুল (7) জ্বলন্ত সিগারেট (8) চতুর প্রাণী (9) দাঁড়কাক (10) এক প্লেট রকমারি খাবার।

ঘনাদা ক্লাব

সেদিন Statesman পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়ে ফেলে আসা কৈশোরের রোমাঞ্চকর স্মৃতি মনে পড়ে গেল। যখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও গোগ্রাসে পড়তাম অদ্বিতীয় ঘনাদার রোমাঞ্চকর কীর্তিকাহিনী। সেই ঘনাদাকে নিয়ে 'ঘনাদা ক্লাব' গড়ে উঠেছে! এ খবর আমার মতো হয়তো অনেকেই জানেন না। তাই Statesman পত্রিকার সংবাদটি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি।

"Given Ghanada's Popularity, it is surprising that he had no fan clubs like the Sherlock Homes Societies in England and the U. S. A. until Kishore Jnan Bijnan, the magazine where the adventures have now been appearing, started one in July last year. To join one has to answer 10 questions about the master, some of them quite difficult. Does the reader know who kaiya is ?" *The Statesman, 7 May 1984*

বস্তুত এর পরেই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা আমাকে খুঁজে নিয়ে পড়তে হয়েছে। ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলীও জেনেছি। সত্যিই ঘনাদা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি খুবই কঠিন। অনেকদিন আগে পড়া প্রশ্নগুলির অনেক কথাই মনে নেই। তাছাড়া হালফিল প্রকাশিত ঘনাদা কাহিনীর হদিশও জানা নেই। অথচ ঘনাদা ক্লাবের কি উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ কার্যাবলী কি হবে—এসব বিশদভাবে না জেনেই ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে প্রবল আগ্রহ হচ্ছে। ঘনাদাকে না জানলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই অনুরোধ করছি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় ঘনাদার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর নাম প্রকাশ করুন। Statesman পত্রিকায় শিল্পী অজিত গুপ্তের আঁকা ঘনাদার একটি সুন্দর স্কেচও প্রকাশিত হয়েছিল—আপনারা ইচ্ছে করলে সেটি প্রকাশ করতে পারেন।

সঞ্জিৎ কুমার নাগ, কলেজ রোড, শিলিগুড়ি।

নিয়মাবলী :—তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে সাধারণ সদস্য, সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বিশেষ সদস্য এবং দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলে, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন।

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি ? ২। নকল ইবন ফরিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল ? ৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল ? ৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল ? ৫। দ্বিতীয় বারের মহাকাশ যাত্রার ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে ? ৬। 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস ? ৭। ই. ইউ. ডব্লিউ. সি. এবং এম. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি ? ৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই—এমন কোন ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন ? ৯। 'পার্দাচিরস মার্মোরেটাস' কিসের নাম ? ১০। 'কয়া' কে ?

সঠিক উত্তর দিয়ে নতুন সদস্য হয়েছেন—

সাধারণ সদস্য—সাবনাম আরা খাতুন, পশ্চিম পোয়ালেডাঙা, বারুইপুর, 24 পরগনা। সব্যসাচী ভট্টাচার্য, শেলী ভট্টাচার্য, পিয়ালী ভট্টাচার্য, 5/19 চিত্তরঞ্জন কলোনি, কলকাতা-32। দিব্যেন্দু রায়, বিটু, 353/2 বিশ্বকর্মা নগর, সেক্টর 2 দুর্গাপুর 713 210। প্রসাদ রায়, কলেজ রোড, গোবরডাঙা, 24 পরগনা।

বিশেষ সদস্য—পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জী, 116বি মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট কলকাতা-7। কিরীটি চক্রবর্তী, C/o জয়দেব চক্রবর্তী, সুনীত ব্যানার্জী রোড, ঘোলা, সোদপুর 24 পরগণা। অগ্নিজিত দত্ত 19/1/9 মদন মিত্র লেন, কলকাতা-6।

ঘনাদাক্লাব

ঘনাদা ক্লাবের ব্যাপারে যিনি আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন; অর্থাৎ সিদ্ধার্থ ঘোষের পত্র অনুসরণ করেই বলছি এবারে 'ঘনাদা ক্লাব'-এর পত্তন করা উচিত। এবং ঘনাদা ক্লাব-এর গঠনের যে উদ্দেশ্য তিনি তখন আমাদের জানিয়েছিলেন সেভাবেই আমাদের আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

পত্র লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ এ ব্যাপারে একটু উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলে আমরা খুশী হব। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কয়েকটি অভিমত জানাই।

[এক] ঘনাদা ক্লবের সদস্য হবার নিয়মাবলী আজ তো প্রায় কয়েকমাস ধরেই ছাপা হচ্ছে। যারা আগ্রহী তারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছেন। না করে থাকলেও তারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে করবেন। যারা ঘনাদা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন তারা তো সদস্য হবেনই, যারা উত্তর দিতে পারেন নি, অথচ ক্লাব গঠনে আগ্রহী তাদেরও কোনওভাবে ঘনাদা ক্লাব-এর সংগে যুক্ত করতে পারলে ভাল হয়।

[দুই] আগামী নববর্ষ নাগাদ ঘনাদা ক্লাবের গঠনের সম্ভাব্য দিনক্ষণ স্থির করা যায় কিনা আপনারা ভেবে দেখবেন। যে সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এবং সেদিন এই বর্ষীয়ান লেখককে আশী বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার তরফে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকারাও অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

—রবীন বসু, কল-36

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলীর জন্য পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি দেখতে হবে।

নতুন সদস্য হয়েছেন

বিশেষ সদস্য : গৌতম মজুমদার
c/o. পি কে. মজুমদার, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স, অভয়কানন, বোরহাট, নতুনগঞ্জ, বর্ধমান-713101

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর

ঘনাদা ক্লাব

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের 'ঘনাদা ক্লাব' এর প্রতীক চিহ্ন চতুর দাঁড় কাকের ছবিটি নিচে প্রকাশিত হল। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি সংখ্যা বিশেষ 'ঘনাদা সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল।

ঘনাদা ক্লাব এর প্রতীক চিহ্ন

এবং বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য রচনার সম্ভাব্য সূচীপত্রও এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রচনা দপ্তরে জমা পড়েছে। এবং নির্বাচিত বিষয়ের জন্য ঘনাদা বিশেষজ্ঞ ও ঘনাদা প্রেমিকদের লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ঘনাদা বিষয়ক রচনা দপ্তরে পাঠাবার শেষ তারিখ 30 মার্চ '86।

ঘনাদাক্লাব

প্রথমেই আপনাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে ঘনাদা ক্লাবের সদস্য মনোনীত করার জন্য। কিন্তু ঘনাদা ক্লাবের সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন এসেছে। (1) এই ক্লাবের উদ্দেশ্য কি? শুধুমাত্র কি যারা কতকগুলি নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, তাদের নাম ছাপানো?

(2) যদি এই ক্লাবের উদ্দেশ্য পত্রমিতালীর সম্প্রসারণ হয়, তবে, তার নাম ঘনাদা ক্লাব রাখা হলো কেন?

(3) ঘনাদা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে যোগসূত্রের ভার যদি কেবলমাত্র ডাক বিভাগের কাঁধে চাপানো হয়, তাহলে কিন্তু ভারী বিপদ! স্বপ্নজিৎ মিত্র, কল-31

প্রায় একবছর হতে চলল, ঘনাদা ক্লাবের প্রস্তাবনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আগ্রহী সদস্যদের নাম—পরে ঘনাদা বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের নামও আমরা ঘোষণা হতে দেখেছি। আমার মনে হয় এবারে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবটির পত্তন করে কাজকর্ম শুরু হওয়া উচিৎ। এ ব্যাপারে প্রথম পত্রলেখক সিদ্ধার্থ ঘোষের মতও আমরা জানতে চাই। —দেবযানী ভট্টাচার্য, কল-25

ঘনাদাক্লাব

বেশ কিছু ঘনাদা প্রেমিক পাঠক সম্প্রতি সদস্য হবার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই সংগে তারা অনুরোধ করেছেন ঘনাদার কীর্তিকাহিনী সম্বলিত যাবতীয় গ্রন্থপঞ্জীর একটি তালিকা প্রকাশ করার জন্য। কারণ অন্য কিছু নয়, সদস্য হবার জন্য যে 10টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে তার উত্তরের জন্য ঘনাদাকে, ঘনাদার কীর্তিকাহিনীকে বিস্তৃতভাবে জানা দরকার। পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা পুনরায় এখানে উল্লেখ করা হল।

বইগুলির নাম: (1) ঘনাদার গল্প (2) আবার ঘনাদা (3) অদ্বিতীয় ঘনাদা (4) ঘনাদাকে ভোট দিন (5) ঘনাদা নিত্যনতুন (6) ঘনাদার জুড়ি নেই (7) মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা (উপন্যাস) (8) যার নাম ঘনাদা (9) দুনিয়ার ঘনাদা (10) তেল দেবেন ঘনাদা (11) ঘনাদার ফুঁ (12) ঘনাদার হিজিবিজবিজ (13) দাস হলেন ঘনাদা (14) সূর্য কাঁদলে সোনা (15) আগ্রা যখন টলমল ও (16) রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন। —সম্পাদক।

স্টেটসম্যান পত্রিকার সৌজন্যে শিল্পী অজিত গুপ্ত অঙ্কিত ঘনাদার ছবি

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী

ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী জানতে চেয়ে আমাদের দপ্তরে প্রচুর চিঠি এসেছে। আমরা এ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছেই। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর সেই চিঠি আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এ সংখ্যাতেও তাঁর হাতে লেখা মূল চিঠিটাই প্রকাশ করা হল। তিনি জানিয়েছেন, ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে গেলে কোন চাঁদা লাগবে না। তবে ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের একটি সর্ত মানতে হবে। তা হল—নিম্নলিখিত ঘনাদাবিষয়ক দশটি প্রশ্নের মধ্যে যাঁরা অন্ততঃ তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, তারা সাধারণ সদস্য, যারা সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন তারা বিশেষ সদস্য এবং যারা দশটির মধ্যে দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবেন, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন। —সম্পাদক

ঘনাদা ক্লাবের. নিয়মাবলী ঃ—তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে সাধারণ সদস্য, সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বিশেষ সদস্য এবং দশটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলে, তারাই কার্যকরী সমিতির সদস্য হবেন।

১। ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম কি? ২। নকল ইবন ফরিদের সঙ্গে ঘনাদার কোথায় আলাপ হয়েছিল? ৩। ঘনাদার দাদার নেশা কি ছিল? ৪। বাপী দত্তর খালি সীটে মেসে নতুন বোর্ডার হিসেবে কাকে নেওয়া হয়েছিল? ৫। দ্বিতীয় বারের মহাকাশ যাত্রায় ঘনাদার সঙ্গী ছিলেন কে কে? ৬। 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' কি জিনিস? ৭। ই. ইউ. ডব্লিউ. সি. এবং এম. বি. ডি. ও. ই. কথা দুটির সম্পূর্ণ অর্থ কি? ৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটেছে অথচ মহাভারতে নেই—এমন কোন ঘটনা ঘনাদা কৌরবদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন? ৯। 'পার্বাচিরস মার্মোরিটাস' কিসের নাম? ১০। 'কয়া' কে?

So far, we are able to locate these club members

সঠিক উত্তর দিয়ে নতুন সদস্য হয়েছেন—

সাধারণ সদস্য—প্রতীপ রায়, মোক্তারপাড়া, জোড়াপুকুরধার, হাটখোলা, চন্দননগর, হুগলী, 712136। স্বপ্নজিৎ মিত্র, 92 ব্যানার্জী পাড়া লেন, কলকাতা-31। অপূর্ব দেব, St No. 27 Q No. 34 B, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। সৌমেন সেনগুপ্ত, কমলিনী কুটীর; চাঁদনী ডাঙা; বাঁকুড়া। শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগবাজার বড়াল বাগান, চন্দননগর, হুগলী। অনুপম ভট্টাচার্য। A A 274 সল্ট লেক সিটি কলকাতা-64। সোমা সিকদার; 37 সুজন বাগান; চুঁচুড়া, হুগলী 712101। অভিজিৎ সরকার; পি 23বি নারকেলডাঙা মেন রোড কলকাতা-11।

বিশেষ সদস্য—সুগত ঘোষ ও সুমন ঘোষ, বাজকুল কিসমৎ বাজকুল মেদিনীপুর। আশিস মান্না ও বীরেন্দ্রনাথ দাস, C/o, মান্না এন্টারপ্রাইজ, মেচেদা; মেদিনীপুর। শঙ্করপ্রসাদ মজুমদার; চন্দন মজুমদার, দমদম জংশন, কলিকাতা-30। কৃষ্ণেন্দু দাশ, 68/7 দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-6।

সঠিক উত্তর দিয়ে নতুন সদস্য হয়েছেন—

সাধারণ সদস্য—সোমা রায়, শিপ্রা রায়, বি টু 353/2 বিশ্বকর্মা নগর সেক্টর-2, দুর্গাপুর 713210, বর্ধমান। জয়ন্তকুমার ঘটক ও মিঠু ঘটক, রেলওয়ে কোয়ার্টার এম সি 143/বি, পোঃ আনারা, (আর, এস) পুরুলিয়া—723126। চন্দন গোস্বামী, 134/1 পিলখানা রোড, রাণীবাগান, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। অমিতাভ চ্যাটার্জী, 1/1 ডি গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-6। সন্দীপন ভট্টাচার্য, C/o 66 ঠাকুরপাড়া রোড, নৈহাটী, 24-পরগনা। সঞ্জীব বিশ্বাস, পাত্রীপাড়া, বিবেকানন্দ সরণী, চন্দননগর, হুগলী। সৌরভ সিংহ, কাঠুরিয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর নদীয়া। টুটুল রায়, মোক্তারপাড়া, জোড়াপুকুরধার, হাটখোলা, চন্দননগর, হুগলী—712136।

বিশেষ সদস্য—শান্তনু রায়, C/o, শঙ্কর প্রসাদ রায়, 33 বি বি গঙ্গ রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। প্রেমকুমার আগরওয়াল, C/o, কৈলাস চন্দ্র আগরওয়াল, নতুন গঞ্জ, বর্ধমান। সত্যজিৎ দাস, C/o, সুধন্য দাস, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা-27। স্নেহাশীষ চন্দ্র, C/o, বি. কে. চন্দ্র, বোরহাট কালীতলা, বর্ধমান।

কার্যকরী সমিতির সদস্য - কৃষ্ণেন্দু দাশ, 68/7এ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-6

ঘনাদা ক্লাবের সঠিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাধারণ সভ্য হলেন—অভিজিত দত্ত, 19।1।9, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-6, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় B2-351।2 বিশ্বকর্মানগর, সেক্টর-II, দুর্গাপুর—713210, বর্ধমান এবং শেখ মহঃ ফারুক গ্রাম+পোঃ বুড়দা, পুরুলিয়া।

ঘনাদা ক্লাবের সঠিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিশেষ সদস্য হলেন—ভাস্কর নন্দী ও অভীক চক্রবর্তী, ১৬ মনোরঞ্জন পল্লী, কালিকাপুর, বারাসাত, 24 পরগণা। সাধারণ সভ্য হলেন—শুভাশিস ঘোষ, কেশবপুর, হুগলী ও সুদীপ ভট্টাচার্য, 4নং দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লেন, হুগলী।

Media Coverage

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

১৯৮৩ সালের জুলাই সংখ্যার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রথম চিঠি লেখেন 'ঘনাদা ক্লাব' প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠলেন ঘনাদা-প্রেমিকরা। চিঠির পর চিঠি—আলোচনা সভা। ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলীও তৈরী করে দিলেন ঘনাদার স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং।

ঘনাদা সম্পর্কে কে কতখানি বিশারদ তা জানার জন্যই দশটি নির্বাচিত প্রশ্নের মধ্যে যে অন্তত সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে—সে-ই ঘনাদা ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

এইভাবে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল তিন বছর ধরে। অবশেষে ১৯৮৬তে প্রতিষ্ঠা হল ঘনাদা ক্লাব। সেদিন 'তেতলার টঙের' ঘর ছাড়িয়ে ছাদ উপচে পড়েছিল লোকের ভিড়ে। লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, অজেয় হোম প্রমুখ প্রবীন লেখকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ, শিশির রায়, নিরঞ্জন সিংহ প্রমুখ নবীন লেখকগণও। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররাও বাদ যাননি। উপস্থিত ছিলেন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বরুণী ঘোষ ও ফটোগ্রাফার কল্যাণ চক্রবর্তীও।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাসভবনে, ৫৭, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং সভাপতিত্ব করেছিলেন ঘনাদা স্রষ্টা স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক রবীন বল।

কিছুকাল পরে সভ্যদের অনুরোধে এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুমোদনক্রমে ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিহ্নটি এঁকে দেন বর্ষীয়ান শিল্পী রেবতীভূষণ ঘোষ।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাবের প্রথম যুগ্ম বৈঠক

'এ পর্যন্ত লিখিত মোট ঘনাদার গল্পের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারা যায়। অনুমান করা হচ্ছে তার গল্পের সংখ্যা হয়তো 80 বা 90। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সেই সংখ্যা 100 পূর্ণ করতে হবে।' ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাবের প্রথম যুগ্ম বৈঠকে কথাগুলি বলেন লীলা মজুমদার। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানপ্রতিভা উন্মেষের জন্য বিজ্ঞান মানসিকতা গঠন ও প্রসারের জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় তাদের হাতে-কলমে তৈরি জিনিসপত্রের উপযুক্ত প্রচার করতে হবে।

12 মে রবিবার সন্ধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাসভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সমাবেশে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লীলা মজুমদার। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি থেকে ক্লাব গঠনে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের ভিড় এবং বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার সমাবেশে অনেকেই দাঁড়িয়ে থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ ও কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅজয় হোম। তিনি বলেন, এই পরিষদের দুটি অন্যতম শাখা। একটি ঘনাদা ক্লাব অন্যটি সায়েন্স ক্লাব। তিনি এই দুই শাখার ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন, ঘনাদা ক্লাব মূলতঃ ঘনাদা বিষয়ক আলোচনা ও চর্চা করবে এবং সেইসঙ্গে আয়োজন করবে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পাঠের আসর। আর সায়েন্স ক্লাব ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞানমানসিকতা গঠন ও প্রসারের জন্য আয়োজন করবে একাধিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী। সায়েন্স ক্লাবের আহ্বায়ক দীপঙ্কর সেন পরবর্তী কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞানমেলা, বিজ্ঞানের গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রদর্শনী এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা বলেন। ঘনাদা ক্লাবের আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রথমেই বলেন, ঘনাদার কাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করে ঘনাদার সম্পর্কে পত্রিকায় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর একটি বিশেষ সংখ্যা 'ঘনাদা সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করতে হবে। এরপর সবাই মিলে ঘনাদার জীবনচর্চা শুরু করেন। আলোচনার সূত্রপাত করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ধরিত্রী ঘোষ। ঘনাদার বয়স, লেখাপড়া, বনমালী নস্কর লেনের বাড়িসহ বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনায় সকলেই সরব হয়ে ওঠেন। ঘনাদার জীবনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আলোচনাকে সরস করে তোলেন। আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঘনাদা প্রকৃত অর্থেই আমাদেরই মতো একজন জীবন্ত মানুষ। যার চেহারার অনেকটাই ধরা পড়েছে শিল্পী অজিত গুপ্তের তুলিতে। ঘনাদাকে রক্তমাংসের মানুষ ভেবে নিয়েই তাঁর কাহিনী রচনার উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হবেন ঘনাদা ক্লাবের সদস্যরা। এই ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে একটি চুরুট পাকানো ছবি নির্বাচন করা হয়।

তারকমোহন দাস, অমরনাথ রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সিংহ প্রমুখ লেখকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন রবীন বল।

প্রথম সমাবেশের উপস্থিতি

1. রাজা দাশগুপ্ত
2. অমলেন্দু মণ্ডল
3. অর্পা রায়
4. কুমু রায়
5. পার্থসারথি গুপ্ত
6. রাজা মুখার্জি
7. অবনীরঞ্জন রায়
8. সোমনাথ বল
9. কল্যাণ দাশগুপ্ত
10. পূর্ণেন্দু কিশোর ব্যানার্জী
11. অরিন্দম বসু
12. কিরীটি চক্রবর্তী
13. অনিল কুমার বসু
14. অর্পিতা রায়
15. লীলা মজুমদার
16. প্রেমেন্দ্র মিত্র
17. নিরঞ্জন সিংহ
18. অজয় হোম
19. সিদ্ধার্থ ঘোষ
20. ধরিত্রী ঘোষ
21. ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
22. তারকমোহন দাস
23. অমরনাথ রায়
24. শিশির মজুমদার
25. দীপঙ্কর সেন
26. কিশোর দত্ত
27. কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
28. নির্মল মুখোপাধ্যায়
29. মিহির কুমার ভট্টাচার্য
30. অজিত চক্রবর্তী
31. শুভব্রত রায়চৌধুরী
32. শুভজিৎ বিশ্বাস
33. শুভেন্দু বিশ্বাস
34. মনোরঞ্জন পাল
35. প্রবীর সরকার
36. সিদ্ধার্থ মজুমদার
37. অশোক কুমার ঘোষাল
38. শচীন্দ্রনাথ দাস
39. টুলু বিশ্বাস
40. বরুণ বসু
41. রবীন বল

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ও ঘনাদা ক্লাব

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ ও ঘনাদা ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান পিপাসু ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে একটা সায়েন্স ক্লাব গড়ে তোলার দাবী কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় গড়ে উঠেছে—তা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। এ রকম একটি সংস্থা গড়ে তোলার সপক্ষে শুধু কিশোর-কিশোরীরাই নয়, এগিয়ে এসেছেন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান লেখকগণও। এরকম একটি সংস্থার সম্ভাব্য কর্মসূচী কি হতে পারে তা নিয়েও অনেকে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দফতরে পরামর্শ পাঠিয়েছেন। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষও এরকম একটি সংস্থাকে সবরকম সাহায্য করার আভাস দিয়েছেন। তাই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তোলার জন্য একটি প্রাথমিক আলোচনা সভার আহ্বান জানাচ্ছি। এবং এই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের উপরেই ঘনাদা ক্লাব এর পরিচালন ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকলেই ভাল হয়। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই সভার স্থান ও দিন ঠিক করা হবে।

প্রস্তাবিত 'কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ' এর পক্ষে

অজয় হোম, দিবাকর সেন, জয়ন্ত দত্ত, সিদ্ধার্থ ঘোষ

ঘনাদা ক্লাব ও কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তোলার দুটি দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অভিমত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে দুটি সংস্থার কার্যাবলী ভিন্ন হলেও পত্রলেখকদের বক্তব্য থেকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আমার হয়েছে। তা হল, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকারা তাদের নিজস্ব একটা সংগঠন গড়ে তুলতে চায়—যেখানে তারা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বা বছরে একবার মিলিত হতে পারে, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারে। 'পত্রমিতালী' বিভাগ গড়ে তোলার সূচনা থেকেই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে তোলার সূত্রপাত ঘটেছে। এবং উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষকতা বা মূল পরিচালনার দায়িত্ব নেবার জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। কস্তুতঃপক্ষে এরকম দুটি আলাদা সংস্থা গড়ে তোলার কোন কারণ আছে বলেও মনে হয় না। তাই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ এই নামে একটি সংস্থা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠুক। যে সংস্থা ঘনাদা চর্চাকেও উৎসাহিত করবে, উৎসাহিত করবে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোন আলোচনাকেও, এবং আয়োজন করবে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বক্তৃতামালার। —প্রবীর বসু, কলকাতা-36

সঠিক উত্তর দিয়ে ঘনাদা ক্লাবের সাধারণ সদস্য হয়েছেন :

সুধীর কুমার রায়, 23 সি হেমচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-23

প্রতীপ দত্ত রায়, মোল্লার পাড়া, জোড়া পুকুরধার, হাটখোলা, চন্দননগর হুগলী

ডলি দাস, 69/A রাজা রাজেন্দ্র নাথ মিত্র রোড, কলিকাতা – 85

বিশেষ সদস্য

ইন্দ্রনীল রায়, বনফুল আবাসন ফ্ল্যাট—E/7 কলিকাতা —48

'ঘনাদা ক্লাব'-এর সংশোধিত নিয়মাবলী পুনরায় প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নতুন সদস্য গ্রহণ করা হবে না।

ঘনাদা ক্লাব

সমরজিৎ কর

এ লেখার শিরোনাম দেখে তোমরা হয়ত চমকে উঠবে। কারণ 'দপ্তর থেকে' বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তো বলা হয়। হঠাৎ ঘনাদা কেন? কে এই ঘনাদা?

ঘনাদা যে কে, আমার ধারণা অনেকেই তা জান। মোটা যে তেমন বেশি কিছু জানা তাও নয়। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে পঞ্চাশও হতে পারে—দেখে বোঝার জো নেই। আসল নাম ঘনশ্যাম দাস। সাহেবরা ডাকেন 'ডস' বলে। আর আমরা যারা বাঙালি তাদের কাছে 'ঘনাদা'ই যথেষ্ট। কলকাতা কর্পোরেশনের আঁকা-বাঁকা গলি বনমালী নস্কর লেন। এই গলির একটি [illegible] ছোট্ট একটি চিলেকোঠার ঘরেরবুড়ি অন্ধকারে হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত এসে তিনি আস্তানা গাড়েন। মেস বাড়ি। শিবু, গৌর এমনি নামের কয়েকটি যুবক সেখানে বসবাস করে। ঘনাদার বাহ্যে ব্যক্তিত্ব, কথায় প্যাঁচ। সেই কথার প্যাঁচে তারা সবাই পরাজিত। তাদের উপর দিয়েই চলে ঘনাদার খরচ। তারা যে বিরক্ত হয় না সে কথা বলব না। তবু অদ্ভুত একটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও ছিল সেই সঙ্গে। আসলে অদ্ভুত সেই মানুষটি সম্পর্কে কৌতূহলই কেমন যেন তাদের মোহ শাবকের মত করে দেয়। ঘনাদার জীবনের এক একটি ঘটনা শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে অপেক্ষা করে তারা।

আর সে ঘটনাও কি কম? কি জানেন না ঘনাদা? পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা তাঁর ঘোরা নয়। ডাকাতে মানুষ থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী—সবাই তাঁর পরিচিত। মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছেন কতবার, একটি 'মশা' অথবা পাথরের টুকরোর জন্যে সে কি কাণ্ড। এ সব গল্প শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে তাঁর শ্রোতারা।

তা হলে আসল কথাটাই বলি। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার এবং কবি শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই ঘনাদা। ঘনাদার মুখ দিয়ে তিনি অনেক গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। গল্পের চরিত্রগুলি কাল্পনিক, কিন্তু প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের নানা রকম তথ্য, অনেক অজানা ঘটনা। গল্পের মধ্যে যেমন রয়েছে কড়া অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ, তেমনি বিজ্ঞান নির্ভর কথাবার্তা। আমরা তখন তোমাদের মতই কিশোর। গল্পগুলি সে সময়ে যখন প্রকাশ হতে থাকে সেগুলি পড়ে কি রোমাঞ্চই না পেয়েছিলাম। গল্পের ভেতর দিয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বিষয় যে এত সহজ করে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে বাংলা ভাষায় আর কখনো ঘটে নি। ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চার শুনতে শুনতে বিজ্ঞানের কত অজানা কথাই না আমরা মনের অজান্তে শিখে ফেলেছিলাম তখন।

এখন প্রশ্ন হল ঘনাদা ক্লাব তৈরি হল কিভাবে? প্রায় বছর দু'এক আগে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় তোমাদের প্রিয় লেখক সিদ্ধার্থ ঘোষ চিঠি লিখেছিলেন। তার চিঠির মূল বক্তব্য ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি এই সর্বজনপ্রিয় ঘনাদাকে নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করা। উদ্দেশ্য ঘনাদা চর্চা। যেখানে ইংলণ্ড আমেরিকায় তৈরি হয়েছে শার্লক হোমস ক্লাব। সঙ্গে সঙ্গে এল আরো চিঠি সিদ্ধার্থ ঘোষকে সমর্থন করে। নতুন কাগজও সংযোজিত হল। অনেক পাঠক দাবি জানালেন শুধু বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজন করলেই চলবে না। চাই পুরোপুরি একটি সংস্থা—যা বিজ্ঞান-

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

ভিত্তিক গল্প পাঠের আয়োজনও করবে, আবার বিজ্ঞান বিষয়ক যাবতীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করবে। বহুদিন ধরে অধিকাংশ পাঠকের সমর্থনে তৈরি হল কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। সিদ্ধান্ত হল এই কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের দুটি শাখা হবে—এক : সায়েন্স ক্লাব বিভাগ, দুই : ঘনাদা ক্লাব। এই ক্লাবেরই প্রথম বৈঠক হয়েছিল স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। ক্লাবের উদ্দেশ্য, কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ঘনাদার অনুকরণে গল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার। সে গল্প বড়রাও বলতে পারেন। তোমরাও বলতে পার। এতে করে অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের অনেক ঘটনা যেমন তোমরা জানতে পারবে, ঠিক তেমনি কিভাবে মন টানার মত গল্প বলতে হয় তাও শিখতে পারবে। কল্পনা করার ক্ষমতাও বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

এ সব কথা ভেবেই 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর এবার-

কার এই বিশেষ সংখ্যাটি আমরা প্রকাশ করলাম। এই সংখ্যায় ঘনাদা সম্পর্কে অনেক লেখাও থাকছে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বৈঠক শেষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন লীলা মজুমদার

আমরাও চাই তোমরাও বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখ। ঘনাদার অনুকরণেও গল্প বলতে পার। অথবা কল্প-কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে 'সায়েন্স ফিকশন'।

তবে হ্যাঁ, এই 'সায়েন্স ফিকশন' লেখার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ের উপর তোমাদের নজর দিতে হবে। মোটামুটি তিনটি বিষয়। এক। এ ধরনের লেখার গল্পের সুর বজায়। থাকবে নানা রকম চরিত্র। থাকবে তাদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার কথা। যেমন থাকে সাধারণ গল্পে। দুই। গল্প পড়ে পাঠক-পাঠিকারা যাতে [illegible] কৌতূহল বোধ করে সে দিকটাও দেখতে হবে। তিন। সবচেয়ে যে বড় দিক সেটা হল, এ ধরনের গল্পে থাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক। দেশে দেশে বিজ্ঞানে কত রকম গবেষণাই না চলছে। উদ্ভাবনের শেষ নেই। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আরো কত ভাবেই না বিকশিত হতে পারে। এসব ব্যাপার যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়ে গল্পে এমনভাবে তুলে ধরা দরকার, যাতে করে পাঠকদের কাছে তা নেহাৎ না আজগুবি হয়ে দাঁড়ায়। পাঠকরা যাতে তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে না দেয়। গল্পে এসব কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা দরকার।

উদাহরণ দিই। এখনকার নাম করা 'সায়েন্স ফিকশন' লেখকদের মধ্যে একজন আর্থার ক্লার্ক। একবার তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন 'সায়েন্স ফিকশন' লেখা শুরু করার আগে আপনি কি কোন পরিকল্পনা করে নেন?

ক্লার্ক বলেছিলেন, অবশ্যই করি। প্রথমে আমি গল্পের চরিত্রগুলি কেমন হবে, তা ঠিক করে নিই। আমার নায়ক হয়ত একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাকাশযান নিয়ে সে ভিন্ন গ্রহে যাত্রা করবে। চলার পথে তার কাজকর্ম এবং চিন্তাভাবনায় মহাকাশের পরীক্ষালব্ধ বিবরণ যাতে প্রকাশ পায় সেটা দেখতে হয়। মহাজাগতিক রশ্মি কি, গ্রহাণুর গতিপথ, চৌম্বক বেষ্টনীর বাইরে যাওয়ার সময় যন্ত্রপাতিতে কি ধরনের গোলযোগ ঘটতে পারে, নির্জন মহাকাশযানে দিনের পর দিন কাটাতে গিয়ে আরোহীদের মনের অবস্থা কেমন হতে পারে, অথবা নতুন কিছু উদ্ভাবনা—এ সব এমন ভাবে বলতে হবে, যাতে পাঠকরা মনে করবে যা কিছু ঘটছে সবই সম্ভব। বাস্তবে তখনকার মত না ঘটলেও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে। আজ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন দেখান হচ্ছে, টেলিফোন করা হচ্ছে। 1946 সালে এ সব সম্ভাবনার কথা একটি গল্পে বলেছিলাম আমি। তখন কৃত্রিম উপগ্রহের কথা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু পরে তা সত্যি হয়েছে তো?

প্রবীর বসুর সংযোজন :

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বা বিজ্ঞানের কল্প কাহিনী নেহাৎ আজগুবি অবাস্তব কিছু নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে ভবিষ্যতের নানা কল্পনার কথা থাকলেও তা কল্পনার চোখে বর্তমানকেই প্রক্ষেপ করে।

পৃথিবীর মহাকর্ষ ছিঁড়ে আজকের দিনে যে রকেট মহাকাশের বুকে পাড়ি জমিয়েছে তার লঞ্চিং প্যাডের হদিশ কিন্তু দিয়ে গিয়েছিলেন অমর কথাশিল্পী জুলে ভার্ন প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে। শুধু কি তাই, মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনও ছোটবেলায় 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড' ইন এইট্টি ডেজ' পড়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবতেন—কবে তিনি আকাশের বুকে পাড়ি জমাবেন। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় তথ্য আমাদের হাতেই রয়েছে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পাঠক-পাঠিকাই হয়তো তা লক্ষ্য করেছে। তবুও আর একবার বলি। জানুয়ারি সংখ্যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 'হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গল্পকারগণ। তার মধ্যে একটি গল্প ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের। লেখা 'হ্যালির বেতাল'। ছিয়াত্তর বছর পরে মহাশূন্যের বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক হ্যালির ধূমকেতুকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানীদের চোখে ঘুম ছিল না।

চারটি সর্বাধুনিক মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল হ্যালি পর্যবেক্ষণের জন্য। ভেগা-1, ভেগা-2, প্ল্যানেট A এবং য়ুরোপের মহাকাশযান গিয়োত্তো। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেছিলেন হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র 480 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে য়ুরোপের মহাকাশযানটি তার নিরীক্ষণ কার্য চালাতে সক্ষম হবে। এই প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতেও প্রবীণ কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কল্পনার চোখে অন্য কিছু দেখেছিলেন। জানুয়ারি মাসে তাঁর 'হ্যালির হেয়াল' গল্পে তিনি লিখেছিলেন, "স্পেস যানের কোল্ট থেকে ছোঁড়া গিয়োত্তো হয়তো তাকে যা হুকুম করা হয়েছে তার চেয়ে আলাদা বেশি কিছু করে বসবে আর সেই ভুলের দরুণ এক হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে তার খবর নেবার বদলে সে ধূমকেতুর মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে বসবে।" এই গল্প প্রকাশিত হবার একদিন পরে আমরা যখন কাগজে হ্যালি ও গিয়োত্তোর সম্পর্কের কথা জানতে পারি তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। প্রেরিত চারটি মহাকাশযানের মধ্যে গিয়োত্তোর সঙ্গে হ্যালির সংঘর্ষ প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কল্পনার চোখে দেখেছিলেন, ভবিষ্যতে সেটাই ঘটে যাওয়া—কল্পনার চোখে ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতের কি একটা বড় প্রমাণ নয়?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত প্রথম বৈঠক
বাঁদিকে লীলা মজুমদার ডানদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত
ঘনাদা বিষয়ক দশটি প্রশ্নের উত্তর

1. ঘনাদার প্রথম গল্পের নাম—মশা।

2. নকল ইবন কদিদের সঙ্গে ঘনাদার আলাপ হয়েছিল আদ্দিস আবাবায় যাবার পথে—এরোপ্লেনে।

3. ঘনাদার দাদার নেশা—নস্যি।

4. বাপী দত্তর খালি সীটে নতুন বোর্ডার নেওয়া হয়েছিল সুশীল চাকীকে।

5. ঘনাদার দ্বিতীয়বারের মহাকাশ যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন, উন্মাদ বিজ্ঞানী লুটভিক, সুরঞ্জন ও বটুক।

6. 'ইন্দ্রলুপ্ত নিবারণী' হল টাকে চুল গজাবার একরকম তেল।

7. ই. ইউ. ডব্লিউ. সি এবং এম. বি. ডি. ও. ই. সঙ্কেত দুটির পুরো কথা হল: এনার্জি আন লিমিটেড ওয়ার্ল্ড কার্টেল এবং মিলিয়ন ব্যারেলস্ ডেইলি অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট।

8. মহাভারতে নেই এমন অনেক ঘটনাই আমরা ঘনাদার মারফত জানতে পেরেছি যার জন্য কৌরবদের পরাজয় ঘটেছে। এখানে একটি ঘটনা বলা হল। যেমন দুর্যোধন কর্তৃক উলূকের উপর কমিশারিয়েটের দায়িত্ব অর্পণ।

9. 'পার্বাডিরস মার্মোরেটাস' এক ধরনের হাঙর খেদানো মাছের নাম।

10. পেরুর ইন্কা সম্রাজ্ঞীদের 'কয়া' বলে অভিহিত করা হত। ঘনাদার পূর্বপুরুষ গানাদো পেরু অভিযানে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে নাম রাখেন 'কয়া'।

একটি নমস্কারে

কিন্নর রায়

দেখতে দেখতে একটি বছর ঘুরে গেল। পৃথিবীতে তেমনই আলো এবং আঁধার খেলা। বাতাসে' কত ফুলের গন্ধ। তবু সেই মানুষটি নেই। কিংবা হয়ত আরও অনেক বেশি বেশি করে দাঁড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন আমাদের। নইলে কেন এই স্মৃতিচারণার আয়োজন?

স্মৃতির ঝুলি থেকে যেগুলো বড় বাঁচিয়েছে হাঁটাটি নামিয়ে যখন ঝাড়পোঁছ করি, স্মরণ করি তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই যে আর্কিওলজিক্যাল 'ডাইভ'—তাতেও কিছু ভুল এসে যায় হয়ত। এ নিছকই 'আই প্রোফেশনাল' নয়। লিখতে গিয়ে যদি কোথাও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, পাঠক ক্ষমা করবেন।

কোন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমরা ধরব? 'সাগর থেকে ফেরা' 'ফেরারী ফৌজ', আর 'আমি কবি যত কামারের'—সেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে? নাকি 'মহানগর', 'স্টোভ', 'পুন্নাম' শুধু কেরানী, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'-র মতো অজস্র বিস্ময়কর ছোট গল্পের লেখককে? নাকি তিনি ঘনাদা, পরাশর, মামাবাবু, মেজোকর্তার স্রষ্টা আর অজস্র ছোটদের গল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন কল্পবিজ্ঞান, ছড়া কবিতার লেখক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের কাছে?

ছিলেন গীতিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য লেখক, ঔপন্যাসিক। তবে তাঁর উপন্যাস সে অর্থে জমেনি। যেমন জমেছিল অন্যান্য লেখাগুলি। এর কোনো একটিকে বাদ দিলেই তিনি সম্পূর্ণ নন। সব মিলিয়েই তিনি, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ও'র সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত সত্তর দশকের মাঝামাঝি। তখন কালিঘাটে থাকি। ঐতিহাসিক ভোল বদলের কিছু আগে কেষ্টপুর থেকে সরল দের সম্পাদনায় 'পর্বপুট' নামে একটি পত্রিকার কাগজ বেরিয়েছিল। তার কবিতা আনতে গেছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। সরল দের চিঠি নিয়ে একটু দুরু দুরু বক্ষেই তাঁকে ছুঁয়ে ফেলা। তখন তিনি অনেক টানটান, সতেজ। লেখা দিয়েছিলেন। তবে নতুন নয়, পুরনো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমেনদা হয়ে উঠলেন দৈনিক বসুমতী সূত্রে। তখন কালিঘাটে বড় কাকিমার বাড়িতে থাকি। বসুমতীতে এক কলম খবর ছাপা হলে দশ টাকা। আমি দৈনিক বসুমতীর দক্ষিণ শহরতলির সংবাদদাতা।

আলিপুর কোর্ট, বা চিড়িয়াখানা থেকে খবর করে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই প্রেমেনদার বাড়ি। কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। ততদিনে ও'র ছেলেরা, ছেলের বৌ, নাতনিরা আমার নামে এবং চেহারায় চিনে গেছেন। যখনই দেখা হতো, আমি কি করছি, চাকরি পাকা হচ্ছে না

কেন, কত টাকা পাচ্ছি—সব বিস্তারিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিতেন প্রেমেনদা।

মনে আছে একবার পুজো সংখ্যা বসুমতীর লেখার জন্যে তাগাদা দিতে গেছি প্রেমেনদাকে। বড় কবিতা লেখার কথা। তখনও ঠিক লেখেননি। হঠাৎ টেলিফোন তুলে দৈনিক বসুমতীর সাময়িকী সম্পাদক কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করলেন—আচ্ছা কল্যাণ, কিন্নরকে তোমরা চাকরি দিচ্ছ না কেন? ও এত ভালো ছেলে, খাটে...। ঠিক একই ভাবে ফোন করে দৈনিক বসুমতীর তখনকার সম্পাদক প্রশান্ত সরকারকে আমার চাকরির ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ওঁর কথা ছিল—শারদীয় বসুমতীতে নিশ্চয়ই বড় গল্প লিখব, কিন্তু কিন্নরকে চাকরি দিতে হবে। প্রেমেনদা এবং সুভাষদা দুজনেই এখন ছবির মানুষ, কিন্তু বেঁচে আছেন প্রশান্ত সরকার, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা এ ঘটনার সাক্ষী।

তখন প্রেমেনদা 'পক্ষীরাজ' সম্পাদনা করেন। প্রদীপ বলে একটি ছেলে 'পক্ষীরাজ' দেখাশুনো করত। প্রেমেনদা দু বার দুটি ছড়া চেয়ে নেন আমার কাছ থেকে এবং ছাপার পর তার সম্মান দক্ষিণাটি তাঁর বাড়ি থেকে ভাউচারে সই করে নিয়ে যেতে বলেন। তখন কোনো চাকরি করি না। অর্থের ভীষণ প্রয়োজন। টাকার জন্যে আমার যাতে ঘুরতে না হয়, তার জন্যেই এমনটি করেছিলেন প্রেমেনদা।

তাঁর লেখা এবং জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল—কলকাতা, ঢাকা, কাশী, ভাগলপুর। ভীষণ আগ্রহ ছিল মানুষের বংশ, তাদের উৎস সম্পর্কে। একটা ঘটনা বলি। ওঁর সঙ্গে আলাপের প্রথম দিকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের আদি বাড়ি।

ঢাকা শুনেই আবার প্রশ্ন, ঢাকার কোথায়?

আমি গাঁইগ্রামের বেশি আর বলতে পারি না। প্রেমেনদা ওঁর স্মৃতি থেকে গাঁইগ্রাম খুঁজে পান না। আমরা জন্ম সূত্রে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ জেনে তিনি প্রশ্ন করেন, দাক্ষিণাত্য না পাশ্চাত্য বৈদিক? পাশ্চাত্য শুনে আবার

প্রশ্ন—তোমাদের গোত্র কি? বশিষ্ঠ গোত্র জানতে পেরে বিজ্ঞাপন করেন প্রশ্নর কি?

এবার আমি ধনকাই। আমার আর জানা নেই। মুহূর্তে প্রেমেনদা আদিশূরের আনা ব্রাহ্মণ, বাংলার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে যান। যার কোনোটাই সেভাবে আমার মাথায় ঢোকে না। মানুষের বংশধারা চর্চার এই অভ্যাসই হয়ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র ঘনাদার পূর্বপুরুষের বংশলতিকাকে এমন ভাবে বাঁধতে সাহায্য করেছিল।

অসম্ভব উৎসাহ ছিল খেলাধুলোয়। টি ভি-তে খেলা দেখতেন। নিজে ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন স্কুলে পড়ার সময়। আমার বড় মাসিমার ছেলে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খবর নিতেন। বিশ্বজিতের মেজদা হিরন্ময় কিছুদিন পড়িয়েছিল প্রেমেনদার দুই নাতনিকে। আর সে টিউশনি ঠিক করে দিয়েছিলাম আমি। মোহনবাগান ভালো খেলতে না পারলে ওঁর দুঃখের শেষ থাকত না।

ভালোবাসতেন নানান রকম খাবার খেতে। এর কিছু বর্ণনা ঘনাদার বিভিন্ন লেখার মধ্যে পাই। ঘনাদাও ছিলেন অসম্ভব ভোজনরসিক। খবর রাখতে চাইতেন দেশ-বিদেশের ভূগোল-ইতিহাস এবং অভিযানের। ইচ্ছে ছিল ভবিষ্যত-বক্তা নস্ত্রাদামু কে নিয়ে একটা ঘনাদা কাহিনী লিখবে। আমায় বার বার বলেছেন নীলনদের উৎস সন্ধানে যাওয়ার বর্ণনাময় একটি দীর্ঘ রোমাঞ্চকর ঘনাদা-কাহিনী লেখার ইচ্ছে ওঁর আছে। একবার বলেও ছিলেন আমায় ডিকটেশন নেবে, এই লেখাটির।

আমার তাড়াতাড়ি লিখতে পারা, ঠিক ঠিক লেখা এবং পরিষ্কার হাতের লেখার ওপর প্রেমেনদার ভরসা ছিল। তাই 'বিস্ময়' পত্রিকার সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত যখন বিশেষ গোয়েন্দা গল্প সংখ্যা বের করেন, তখন সমরেন্দ্রদাকে প্রেমেনদা বলেছিলেন, পরাশর নিয়ে বলতে পারি, যদি কিনর ডিকটেশন নেয়। আমি ডিকটেশন নিয়েছিলাম আর গোয়েন্দা পরাশর বর্মা কিভাবে বাংলা সাহিত্যে এলেন, তার কাহিনী ছাপা হয়েছিল 'বিস্ময়'-এ।

শেষ দিকে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না। তবুও একটি পোস্টকার্ড কাগজে লিখেছেন মায়ের বর্ণনা পড়ে যে 'মাথাপাতার গোপ' তিনি সাজিয়েছিলেন, তা পড়ে বার বার নতজানু হতে হয়। এবং ইদানীংকার 'বেস্ট-সেলারদের' ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ জাগে

ইতিমধ্যে বসুমতীর দক্ষিণ শারদীয়ার সংবাদদাতা থেকে, যোগেশের কাগজ 'সব জান্তা মজাদু' হয়ে 'প্রতিক্ষণ'-এ চাকরি করতে পৌঁছে গেছি। এখন মাস গেলে একটু ভদ্রস্থ টাকা মাইনে হিসেবে পাই। প্রেমেনদার সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়ে।

1981 সালে প্রথম যোগেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাগজ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশিত হল। প্রথম সংখ্যাটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রয়াত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রেমেনদা। এই কাগজের মালিক এবং সম্পাদক রবীন বল বরাবর প্রেমেনদার কাছে পাঠিয়েছেন আমায়। লেখার ব্যাপারে তাড়া দিতে, লেখা আনতে, ডিকটেশন নিতে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনাদা ক্লাব এবং কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ তৈরি হয় এবং মূলত রবীন বলের চিন্তা থেকে। সিদ্ধার্থ ঘোষ, স্বর্ণা ঘোষ, অভয় দত্ত এবং এই অধিকারী সহ আরও অনেকে ঘনাদা ক্লাব এবং কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর তো ছিলেনই।

ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিহ্ন এক চোখ খোলা দাঁড়কাক এঁকেছিলেন রেবতী ভূষণ। 86'র জুন মাসে 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' একটি ঘনাদা সংখ্যা বের করে। এই সংখ্যাটিতে নানা দিক থেকে ঘনাদাকে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। বহু মূল্যবান লেখা ছিল সংখ্যাটিতে। ঘনাদার ঠিকুজি কুলজি আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করা হয়েছিল ঘনাদা ক্লাবের মাধ্যমে। যেমন ইংল্যান্ডে আছে শার্লক হোমস ক্লাব। এই সংখ্যার প্রেমেনদার ঘনশ্যাম চরিতকথা' লেখাটি তৈরি করেছিলাম আমি।

ঘনাদা ক্লাবের মিটিং বসেছিল প্রেমেনদার বাড়িতেই। সম্ভবত দ্বিতীয় মিটিং সেটি। সেই আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। যার প্রধান দুটি শাখা ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাব। সেই অনুষ্ঠানে লীলা মজুমদার বলেছিলেন, মৌ-কা-সা-বি-স আসলে ঘনাদাই। প্রেমেনদা শুনে হেসেছিলেন। ধরা দেন নি। অবশ্য ততদিনে প্রেমেনদা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স লিখতে আরম্ভ করেছেন। সে লেখা নিয়েও অনেক হৈ-চৈ, সেই সভায় প্রচুর আড্ডা, হাসি আর ভিডিও রেকর্ডিংয়েরও ব্যবস্থা ছিল!

চোখের অসুবিধেই হয়ত ওঁকে মৌকাসাবিস লিখতে বাধ্য করেছিল। আসলে ঘনাদা লেখার জন্যে যে বিপুল পড়াশোনা করা দরকার, তা তিনি করতে পারছিলেন না।

ঘনাদাকে নিয়ে প্রথম লেখা লিখেছিলেন 1928-29 সালে। দেবসাহিত্য কুটিরের পূজা বার্ষিকীতে। গল্পের নাম 'মশা'। পরে একটি দৈনিকে এই গল্পটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং পরে ঘনাদার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে, সেখানে একটি লেখাও বেরোয়। ঘনাদার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে দূরদর্শন এর এখানে ওখানেতে আমিই প্রথম লিখি।

কথা ছিল কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে ঘনাদা আর

নীল নদের উৎস সন্ধান নিয়ে দীর্ঘ কাহিনীটি লিখবেন। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে এবং রবীনবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কিছু কথাও হয়েছিল। কিন্তু শর্ত ঐ—আমাকে ডিকটেশন নিতে হবে। সে কাজ আর শেষ হলো না।

'ঘনাদা ক্লাব' কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান করেছে বলে তাঁইও খুশি ছিলেন। তবে চাপা ক্ষোভ ছিল এ ব্যাপারে আরও বড় কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে নি বলে। যুগান্তর-এ সাংবাদিক হিসেবে চাকরি নেয়ার পরও তাঁর সঙ্গে সমান যোগাযোগ ছিল। কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন, 'আত্মজীবনীটা শেষ হলো না। শনিবারের চিঠি (নতুন পর্যায়) বন্ধ হয়ে গেল। এটা আবার অন্য কোথাও শুরু করতে হবে। আর ইচ্ছে ছিল দীর্ঘ প্রবন্ধকাহিনী লেখার।

1988র 3 মে বেলা 3·05 মিনিটে বাড়িতেই মারা যান প্রেমেন্দ্র মিত্র। লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন এর কয়েকদিন আগে থেকে। নার্সিং হোম থেকে নিজেই বাড়ি চলে আসেন, সেরে উঠছেন না দেখে।

কোনোদিন তাঁর ঘরে পেছন দিকের সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ছাড়া উঠিনি। ছোট একটা খালি ছাদ পেরিয়ে তাঁর দরজায়। সেদিন বাড়ির সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে। দরজার সামনে মন্ত্রী, পুলিশ, স্বরাষ্ট্র সচিবের সরকারি গাড়ি. অনেক পুলিশ. জোরালো আলো।

সেদিন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট একটু যেন থমথমে। সন্ধ্যা সাতটা দশ নাগাদ অনেক আলো ভিড় মানুষ পেরিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এসে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। খাটে ফুলে ফুলে, বেদনা–শ্রদ্ধায় সেজে শুয়ে আছেন। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি—যা পরতে ভালোবাসতেন, পাট পাট চুল। বুকের ওপর 'ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত'। পায়ের কাছে 'এক্ষণ' পত্রিকা।

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

তাকে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আবার একতলায়। তখন সেখানে ছোট ছোট জটলায় আলোচনা হচ্ছে, কাল স্কটিশচার্চ কলেজ, রবীন্দ্রসদন, কলেজ স্ট্রীট হয়ে কোন কোন রাস্তা ঘুরে মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে আসবে। 'কল্লোল' যুগের শেষ প্রতিনিধিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে চলে আসছিলাম। কানে বাজছিল তাঁর নানা কথা। বিশেষ করে ঘনাদা সম্পর্কে মন্তব্য—'ঘনাদা আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই আছে, যে বাগাড়ম্বর করে। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা, সাহসের গপ্প বলে। আসলে সে রাম ভীতু।'

ঘনাদা ক্লাবের মিটিং বসেছিল প্রেমেনদার বাড়িতেই। গঠিত হয় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। 'ঘনাদা ক্লাব'

Letters

ঘনাদার চিঠি

সাবধান !

ঘনাদা ক্লাব নিয়ে আর এগিও না।

ভাবতেও পারিনি আমার বিনা অনু-মতিতে আমাকে নিয়ে এমন কাণ্ড বাধানো হবে। আমি একটা জলজ্যা[illegible] মানুষ। আমার নাম নিয়ে ক্লাব তৈরি? এটা তোমাদের নেহাতই আহাম্মুকি। আমি কর্মব্যস্ত মানুষ। আমার জীবন-কথা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে, আমার বাসস্[illegible] গতিবিধি, অভ্যাস, মুদ্রাদোষ ও [illegible] পরিচয় ইত্যাদি সবই রহস্যাবৃত না থাকলে বিপদ আমাকে আরও জড়িয়ে ধরবে। আমার জীবনীর উপ[illegible] সংগ্রহের যে কোন প্রয়াসকেই তাই আমি বানচাল করতে বদ্ধপরিকর।

তোমাদের নির্বুদ্ধিতার [illegible] পরিচয় পেয়েছি প্রথম বৈঠকেই। দাঁড় কাক বনাম পাতিকাকের প্রসঙ্গে দাঁড় কাককে জিতিয়েছ ঠিকই। [illegible] দাঁড়কাকের সমর্থনে সবচেয়ে বড় [illegible] তোমরা কেউই উল্লেখ করোনি।

দাঁড়কাক জ্যান্ত হয়েও নামের [illegible] সর্বদা ৺ বহন করে। এবার [illegible]?

স্বাক্ষরবিহীন এই চিঠিটি কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের দপ্তরে এসে [illegible] ডাক বিভাগের ছাপ ছাড়াই। ঘনাদার জীবনী লেখায় যারা উদ[illegible] জন্যে তো বটেই, ঘনাদা [illegible] সকলকেই এ বিষয়ে জানানো [illegible] চিঠিটা প্রকাশ করা হল! [illegible] ঠিক হয়েছে প্রতিমাসের [illegible] ঠিক দুপুরে আড়াইটে[illegible] বিজ্ঞান পরিষদের মিটিং [illegible] কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে। ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাবের কার্য[illegible] মত বিনিময়ের জন্যে এ[illegible]

অজয় হোম

সভাপতি : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ঘনাদা-ক্লাব

শ্রীরবীন বল

পরম প্রীতিভাজনেষু রবীন,

তোমাদের 'ঘনাদা ক্লাব' বেশ জমে উঠেছে লিখেছ। এ খবরে নির্বিকারে থাকব, বৈরাগ্যের এমন উঁচু ধাপে আমি উঠিনি, উঠতে চাই-ও না। ঘনাদাকে আমার পাঠকেরা যে ভালবাসে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তোমাদের 'ঘনাদা ক্লাব' মারফৎ সে ভালবাসার যে সব আশ্চর্য ও মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত প্রমাণ পাচ্ছি তাতে অভিভূত হইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। বেঁচে থাকতেই 'ঘনাদা ক্লাব' দেখে গেলাম, এটা একটা কম সৌভাগ্য নয়।

'ঘনা-দা ক্লাবের' বিষয়ে সাত থেকে সাতাশী পর্যন্ত বয়সের বহুজনের উৎসাহের কথা লিখে তুমি এ ক্লাবের সভ্য হবার নিয়ম টিয়ম সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চেয়েছে। আমার বলার'ত শুধু এই আছে যে ঘনাদাকে যারা ভালবাসে, ক্লাবটা যখন তাদের তখন সভ্য হ'তে যারা চায় তাদের জন্যে ঘনাদা সম্বন্ধেই কে কতখানি বিশারদ তা বোঝবার মত দশটা প্রশ্ন রাখলে কেমন হয়? দশটা প্রশ্নের মধ্যে সাতটার যে সঠিক উত্তর দেবে সে বিশেষ সভ্য বলে গণ্য হবে। সাধারণ সভ্য হবার জন্যে তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাই যথেষ্ট। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আন্তরিক প্রীতি নিও। ইতি শুভার্থী

57 হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-700 026

১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০
ফোন : ৪৭-১০৩২

১১. ১. ৮৪

শ্রী রবীন বল
[illegible] প্রীতি-ভাজনেষু

রবীন,

তোমাদের 'ওয়ান-টু থ্রী' বেশ ভালো উতরেছে [illegible]। এ খবরে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] আমার [illegible] যে ভালবাসে তা আমার অজানা নয়। কিন্তু তোমাদের 'ওয়ান-টু-থ্রী' [illegible] যে ভালবাসায় যে সব আদর্শ ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হবে। বেঁচে থাকতেই 'ওয়ান-টু থ্রী' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

'ওয়ান-টু থ্রী'র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাংলা [illegible] [illegible] [illegible] তুমি এ [illegible] সত্য হতে চেয়েছ। [illegible] [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] ভালবাসে। [illegible] [illegible], [illegible] সত্য [illegible] সত্য [illegible] [illegible] হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

শুভার্থী
[illegible]

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ ঘনাদা ক্লাব

3. জুলাই সংখ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষের ঘনাদা ক্লাব গড়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানাই। তিনি বলেছেন, এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হবে—ঘনাদার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যানুসন্ধান, ঘনাদার বংশপঞ্জী রচনা, ঘনাদার বিশ্ব ও মহাবিশ্ব ভ্রমণের মানচিত্র তৈরী করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন আগ্রহী সদস্য হিসেবে আমার মনে হয়েছে, এইসব অনুসন্ধানপর্বের পূর্বে ঘনাদা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া দরকার। একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবে আমি নিবেদন করছি যে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি গল্প ও 2/1টি বই ছাড়া আমার বিশেষ কিছুই পড়া নেই। অথচ কিছুকাল আগেও বিজ্ঞাপন মারফৎ জানতে পেরেছি ঘনাদার সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ হয়ে গেছে। দীর্ঘ 50 বছরেরও আগে যে অঘটন-ঘটনপটিয়সী ঘনাদার সাময়িক পত্রিকার পাতায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর কীর্তিকাহিনী লেখা গল্পের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আমার অনুরোধ ঘনাদার যাবতীয় রচনার একটি বিস্তৃত তালিকা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করুন। তা হলে প্রস্তাবিত ঘনাদা ক্লাবের প্রতিটি আগ্রহী সদস্যই এতে উপকৃত হবেন।

অশোক মিত্র, এলাহাবাদ।

4. প্রস্তাবিত ঘনাদা ক্লাবের আমি সদস্য হতে আগ্রহী। আমার মতে ঘনাদার মুখ-নিঃসৃত কোনো কাহিনী থেকেই একটি প্রতীক খুঁজে নেওয়া যেতে পারে—যেমন মশা, মাছি বা সেই বিচিত্র পোকা—সিস্টোসার্কা গ্রিগোরিয়া।

বিকাশ দত্ত, কলি-9

5. আমি ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে ইচ্ছুক। এর সদস্য চাঁদা কত জানতে পারলে খুশী হব। আমার মতে ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক হওয়া উচিত কোন বুদ্ধিমান বিরল প্রাণী।

দীপান্বিতা বসু, কলি-26

6. আমি ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে আগ্রহী। প্রতীক চিহ্ন—বৃত্তের মাঝে উদীয়মান সূর্য। —শিবনাথ খাঁ, হুগলী

7. আমি ঘনাদা ভক্ত। তাই ঘনাদা ক্লাবের সভ্য হতে চাই। সম্ভাব্য প্রতীক—প্রদীপের দীপশিখা।

সৌমিত্র মজুমদার, 24 পরগনা

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ ঘনাদা ক্লাব

13. পত্রের শুরুতে জানাই 'ঘনাদা ক্লাবের' জন্য বুক-ভরা কৃতজ্ঞতা। আজ ডাক মারফত যে কবিতাটি পাঠালাম সেটিও ঘনাদা সম্বন্ধীয় এবং স্বয়ং ঘনাদা কর্তৃক স্বপ্নে কথিত। তিনি স্বপ্নে পূর্বোল্লিখিত গানটিকে ক্লাবের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে ক্লাবের অধিবেশন বসবার পূর্বে গীত হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

জয়তু ঘনাদা!

আহা 72 নং বনমালী নস্কর লেনে যেন চাঁদের হাট,
সকাল বিকাল আড্ডাঘরে বসছে ভবের হাট।
শিবু, শিশির, গৌর, সুধীর সবাই যেন গাধা,
আসরের মধ্যমণি 'দ্য গ্রেটেস্ট' ঘনাদা।
'টেনিদা', 'টেনিদা' পড়েছি যে যত
কিন্তু ভাল লাগে নাই 'ঘনাদা'-র মত।
'শ্রী ঘনশ্যাম দাস'-তাঁর শুদ্ধ নাম।
তাঁর চরণে মোরা করি শত কোটি প্রণাম।
সিদ্ধার্থদার জয় গান গেয়ে ফেরো সবে।
'ঘনাদা ক্লাব' স্থাপন করে রাখলে কীর্তি ভবে,
ধন্য ধন্য মাসিক পত্রিকা—"কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান"।
'ঘনাদা ক্লাব'-এর জন্য দিল একটি স্থান।
তাই ঘনানন্দে গেয়ে চল প্রশস্তি গান।

ইতি ঘনাদা কর্তৃক স্বপ্নে কথিত পুণ্যবান আশিস মান্না অনুলিখিত 'ঘনাদা প্রশস্তি' সম্পূর্ণ।

আমি ঘনাদা ক্লাবের সাধারণ সদস্য পদ প্রার্থী।

ইতি—

ঘনাদার স্নেহধন্য—আশিস মান্না, মেচেদা, মেদিনীপুর

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যপদের জন্য নিয়মাবলী জানতে চেয়ে প্রচুর চিঠি আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। তাদের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ করা হবে।

---

14. সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে ঘনাদার গল্প উপন্যাসের বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছি। কিন্তু এই দীর্ঘ পত্রিকায় ঘনাদার নাটক বা ছড়ার কোন উল্লেখ নেই। যতদূর মনে পড়ে ঘনাদা-সম্পর্কিত কয়েকটি ছড়া যা 'ঘনার বচন' নামে দু-একটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঘনাদার নাটক সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা নেই। কেউ হদিস দিতে পারলে খুশী হব। বস্তুতঃ একজন আগ্রহী সদস্য হিসেবেই আমার এ চিঠি লেখা।

দেববানী ভট্টাচার্য। কলকাতা-56

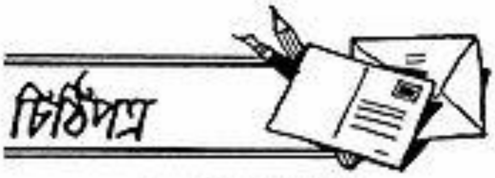

প্রসঙ্গ : ঘনাদা-ক্লাব

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বৈশাখ 1390 সংখ্যায় দেখলাম মৌ-কা-সা-বি-স আবার প্ররোচিত করেছে ঘনাদাকে। এবং এ-ক্ষেত্রে ফল যা হবার তাই হয়েছে। এমন টাইট খাবার পরেও মৌ-কা-সা-বি-স আবার এক বিখ্যাত প্রকাশকের ঠিকানায় ঘনাদার নামে চিঠি দেবে কিনা জানিনা। যদি ধরেও নিই ওদের (?) আহাম্মুকির শিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তাহলে ফের চিঠি দেবে। কিন্তু তার আগেই একজন পাঁড় ঘনাদা-ভক্ত হিসেবে আমি একটা প্রস্তাব আনতে চাই। অবিলম্বে একটা ঘনাদা-ক্লাব গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই ঘনাদা-ক্লাব? এ কি শার্লক হোম্‌স্‌-ক্লাবের অনুকরণ? উত্তরে বলি, ঘনাদার জুড়ি নেই যখন, অনুকরণ একেবারেই বাজে। আসলে, প্রয়োজন—অনুসন্ধান, পুণ্য স্মৃতিরক্ষা, ঘনাদার বংশপঞ্জী রচনা, ঘনাদার বিশ্ব ও মহাবিশ্ব ভ্রমণের মানচিত্র তৈরি ইত্যাদি। সবার আগে এখনই বেরো সালবাজার স্ট্রীটে এক টুকরো ইটালিয়ান মার্বেল খুঁজে বার করতে হবে। তার ওপর খোদাই করিয়ে নিতে হবে—শ্রীঘনশ্যাম দাস (ঘনাদা), 72নং বনমালী নস্কর লেন।

তা বলে কাজটা এখানেই শেষ নয়। কোথায় বসানো হবে ফলকটা?—এই সব কাজ, গবেষণা, অভিযান নিয়েই ঘনাদা-ক্লাবের ঘনাদা-ভক্তরা মেতে থাকবেন। নিয়মিত মিটিং করবেন ওঁরা। অবশ্যই ঘনাদা-অ্যাপ্রুভড্‌ মেনু অনুযায়ীই ইটিং করে মিটিং সার্থক হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় ঘনাদা অনেক দিন পরে দেখা দিয়েছেন। সেইজন্যেই দাবী করছি, এখন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানেই তার একটা পাতায় খানিকটা জায়গা যদি ছেড়ে দেন ঘনাদা-ক্লাব গঠনের জন্যে তা হলে ঘনাদা-ভক্তরা অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পারেন নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে। তারপর একটা দিনক্ষণ ঠিক ক'রে মিলিত হওয়া যাবে। ঘনাদা-ক্লাবের কার্যনির্বাহ পদ্ধতি ও প্রোগ্রামগুলো তখনই স্থির হবে।

ইতিমধ্যে সকলেই ভাবতে থাকুন, ঘনাদা-ক্লাবের সীল কি হবে, মানে সভ্যদের ব্যাজ, ঘনাদা-ক্লাব ভবনের পতাকায় কোন্‌ প্রতীক শোভা পাবে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ, তাঁকে জোর করে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় টেনে আনার জন্যে যেন গোঁসা না করেন। ঘনাদা-ক্লাব গঠনে আপনার পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা নিলে সুধীর নিশ্চয় আপনাকে নিয়মিত ঘনাদার নিত্যনতুন কীর্তিকাহিনী ছাপার অনুমতি দেবেন।

জয়তু ঘনাদা,

প্রস্তাবিত ঘনাদা-ক্লাবের সাধারণ সদস্যপদ প্রার্থী

সিদ্ধার্থ ঘোষ, কলকাতা-29

সম্পাদকের সংযোজন :

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরফ থেকে জানাই, ঘনাদা-ক্লাব গঠনে আমরা সবরকম সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। আগ্রহী পাঠক-বন্ধুরা পত্রিকা দপ্তরে নাম-ঠিকানা পাঠিয়ে যোগাযোগ করুন। খাম বা পোস্টকার্ডের ওপর লিখবেন—'ঘনাদা-ক্লাব'। প্রাপ্ত নামঠিকানা নিয়মিত প্রকাশিত হবে প্রতি মাসের কাগজে। সেই সঙ্গে আরেকটা কথা, লিখে বা এঁকে ঘনাদা-ক্লাবের সম্ভাব্য প্রতীকটিও পাঠান। ঘনাদা-ক্লাবের প্রথম সভায় ভোটাভুটি করে সবচেয়ে ঘনাদো-চিতটাকেই বেছে নেওয়া হবে। বলাই বাহুল্য ঘনাদা-ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্যে বয়সটা কোন ফ্যাক্টর নয়। জীবিত বা মৃত—যে-কোন বয়সের লোক যোগাযোগ করুন।

ঘনাদা ক্লাব

8. মে মাসের প্রকাশিত অশোককুমার মিত্রের চিঠি পড়লাম। তিনি ঠিকই বলেছেন। ঘনাদা ক্লাব গড়ে তোলায় আমার আগ্রহ ও সমর্থন পুরোপুরি রয়েছে। তবে সেই সাথে আগ্রহী সদস্যদেরও ঘনাদা সম্পর্কে সড়গড় হওয়া দরকার। তাই ঘনাদার গল্প-সল্প সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে তা এই সূত্রে জানাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে, ঘনাদার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে রোভারের এক পূজা-বার্ষিকীতে—1929 কি 1930 সালে। গল্পটির নাম 'মশা'। এ সম্বন্ধে ঘনাদা-স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্রই কোন এক সাক্ষাৎকারে মতামত বলেছেন। সুতরাং ঘনাদার সুবর্ণ-জয়ন্তী হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই দীর্ঘ 50 বছরেরও অধিক কাল ধরে ঘনাদার গল্প প্রকাশিত হয়ে আসছে। এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশিত ঘনাদার গল্প গ্রন্থের সংখ্যা পুরো এক ডজন। বইগুলির নাম: (1) ঘনাদার গল্প (2) আবার ঘনাদা (3) অদ্বিতীয় ঘনাদা (4) ঘনাদাকে ভোট দিন (5) ঘনাদা নিত্যনতুন (6) ঘনাদার তুড়ি নেই (7) মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা (উপন্যাস) (8) যার নাম ঘনাদা (9) দুনিয়ার ঘনাদা (10) তেল দেবেন ঘনাদা (11) ঘনাদার ফুঁ ও (12) ঘনাদার হিজ্‌বিজ্‌বিজ্‌। বস্তুতঃ এ সব গল্পই ঘনাদার স্মৃতিনিঃসৃত। স্থান—বনমালী নস্কর লেনের তিনতলার টঙের ঘর বা দোতলার আড্ডাঘর। বিজ্ঞানের বোঁয়ায় ফাঁপানো এই সব গল্প-গল্পের বাইরে ঘনাদা মাঝে মাঝে শুনিয়েছেন তাঁর ঊর্ধ্বতম পূর্বপুরুষদের ঘিরে ইতিহাসাশ্রিত আশ্চর্য কাহিনী। এইসব আশ্চর্য কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত আরও 4টি বই বেরিয়েছে। (1) দাস হলেন ঘনাদা (2) সূর্য কাঁদলে সোনা (3) আগ্রা যখন টলমল (4) [illegible] রুপো মেয়ে ছিলেন।

আমি এই ষোলটি বইয়েরই মাত্র হদিশ জানতে পেরেছি। আগ্রহী সদস্যগণ এই 16টি বই পড়লেই ঘনাদা ও ঘনাদার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানতে পারবেন বলে আমি ধারণা করি। ঘনাদা ক্লাব গড়ে তোলায় ঘনাদার পূর্বপুরুষদের ঠিকুজি-কোষ্ঠীর কতটা প্রয়োজন জানি না, তবুও প্রসঙ্গত উল্লেখ করলাম।
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-73

> কেউ কেউ ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক এঁকে পাঠিয়েছেন। বস্তুতঃ এগুলি শিল্পীদের দিয়ে যাচিয়ে মূল্যায়ন করতে সময় লাগবে। পরবর্তী কোন এক সংখ্যায় সবগুলি প্রতীক একসঙ্গে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।—সম্পাদক

9. প্রিয় ঘনাদা, আমি জীবিত। আপনার নামাঙ্কিত ক্লাবের সদস্য হতে চাই। সৌমেনকুমার পাল, হাওড়া-২

10. আমি ঘনাদা ক্লাবের সভ্য হতে ইচ্ছুক। এই ক্লাবের কার্যপদ্ধতি কি? ক্লাবটি কোথায় স্থাপিত হবে? কে. এম. বাহারুল ইসলাম, পোঃ বেরেঙ্গা, শিলচর, আসাম।

11. ঘনাদা ক্লাবের সাধারণ সদস্য হতে চাই। নিয়মাবলী জানালে আনন্দিত হব।—শ্যামল মুখার্জী, ওঙ্কারনাথ মণ্ডল ও মানস মুখার্জী, বালী, হাওড়া।

12. আমি একজন খুদে ঘনাদা ভক্ত। ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে ইচ্ছুক। —প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর-১০

গ. সা. গু ও ল. সা. গু. নির্ণয়

গত জুলাই-83 সংখ্যায় গ. সা. গু. এবং ল. সা. গু. নির্ণয় শীর্ষক নিবন্ধে প্রথম উৎপাদক তালিকায় (পৃ 34) নিচের সংখ্যাগুলোর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিম্নরূপ হবে—

$36 = 2^2 \times 3^2$, $44 = 2^2 \times 11$, $56 = 2^3 \times 7$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $92 = 2^2 \times 23$.

গ. সা. গু নির্ণয়ের (পৃ 35) উদাহরণের সারণীতে 3 সংখ্যাটি ভাজকসমূহের প্রথম লাইনে যুক্ত হবে।

ল. সা. গু. সম্পর্কে কিছু আলোচনা বিষয়ের (পৃ 35, ডান স্তম্ভ) (খ)-এর উদাহরণে 45 পড়তে হবে। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি আলাদা বিষয় যুক্ত হবে।

(গ) দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে, তাহলে তাদের তাদের ল. সা. গু. হবে সংখ্যাদুটির গুণফল। যেমন 11 এবং 16-এর ল. সা. গু. $11 \times 16 = 176$.

(ঘ) সংখ্যাগুলির দ্বারা ল. সা. গু. সর্বদা বিভাজ্য। যেমন ল. সা. গু. 6615-কে 27, 35, 45 এবং 49 প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে না।

উপরোক্ত গুণাবলি অধিক সংখ্যক সংখ্যার ক্ষেত্রেও খাটবে। দুটি সংখ্যার গ. সা. গুর মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক আছে, তা হল

দুটি সংখ্যার ল. সা. গু. × গ. সা. গু = সংখ্যা দুটির গুণফল; এর সত্যতা উদাহরণ সহযোগে যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

অসীম মুখোপাধ্যায়, কলি-26

চিঠিপত্র

ঘনাদা ক্লাব
ঘনাদা সঙ্গীত

জয় জয় জয় প্রভু ঘনশ্যাম দাস।
তোমা তরে মোরা সবে ক'রি হাঁস ফাঁস॥
তোমার আকাশ-ভ্রমণ, খাওয়া এটা-ওটা।
বাহারে আড্ডা, ধূম, নাসিরের কোটো॥
অপূর্ব জীবন কথা রাবড়ি-সমান।
যারা শোনে তারা ওগো বড়ো পুণ্যবান॥
সৌরজগত মাঝে এ রকম প্রভু।
কেউ কোনো দিন আহা দেখেনি তো কভু॥
এমন প্রভুর কথা যদি কেহ গায়।
তেমন জীবন পাবে যেরকম চায়॥
তাই জয় জয় প্রভু ঘনশ্যাম জয়।
যাহা হ'তে বিঘ্ননাশ, শান্তি লাভ হয়॥

[পাঞ্চালীর সুরে গাইতব্য]

23. অজয় গোস্বামী কলেজ পাড়া, বনগাঁ

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যপদের জন্য যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন

24. সুব্রত দত্ত C/o. কানাইলাল দত্ত, গ্রাম-পোঃ সীতাকুণ্ডু, P.S. বারুইপুর, 24-পরগণা
25. শুভাশিস ঘোষ, কেশবপুর, হুগলী
26. চিত্তরঞ্জন রায়, 2নং উত্তর কলোনী সাঁকো বর্ধমান, 71310
27. রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, মির্জাবাজার, মেদিনীপুর
28. বিদ্যুৎ হালদার, এগরা মেদিনীপুর
29. অরূপ মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ডোমজুড়, হাওড়া
30. অজয় ঘোষ, আমলা, নিউ কলোনী পুরুলিয়া
31. শ্যামসুন্দর ও ব্রজগোপাল সাহা পোঃ সোনামুখী, জেঃ বাঁকুড়া 722207
32. দীপ্রাংশু চট্টোপাধ্যায়, C/o. মৃণাল চট্টোপাধ্যায় শ্যামবাবুর ঘাট, পোঃ চুঁচুড়া, জেঃ হুগলী
33. সুব্রত মুখার্জী ও বাবুয়া মুখার্জী আমলা, নিউ কলোনী, পুরুলিয়া
34. ভাস্কর সিনহা, 16/68 আকবর রোড, পোঃ দুর্গাপুর 713204, বর্ধমান
35. পার্থপ্রতিম ঘোষ, 41/50 ওল্ড নিমতা রোড, কলকাতা-56
36. আশিসরঞ্জন দেব, সাঁতরাগাছি, হাওড়া-4
37. কুন্তল রায়, হিন্দুস্থান কেব্‌লস, বর্ধমান
38. সুপর্ণা সরকার, প্রণবকুমার সরকার, কুমকি সরকার 24 ঘটকপাড়া লেন, দমদম কলকাতা-55

হাই ওঠে কেন ?

অক্টোবর-নভেম্বর '83 সংখ্যায় 'শরীর স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন' বিভাগের উত্তরদাতা ডাঃ হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে কিছু বক্তব্য রাখছি। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, 'ঘুম পাওয়া ছাড়া অন্য সময়েও হাই ওঠে। হাই ওঠার বৈজ্ঞানিক কারণ জানা নেই।' কিন্তু আমাদের শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই হাই ওঠে। ঘুমের সময়ও শরীর ক্লান্ত থাকে। কখনো কখনো আমাদের শরীরের রক্তে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। তখন অতিরিক্ত কিছু অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হয় না, তাই আমরা হাঁ করে মুখ দিয়ে এক সঙ্গে অনেকটা অক্সিজেন গ্রহণ করে ঐ ঘাটতি পূরণ করি। একেই বলে 'হাই তোলা'।

শুভঙ্কর মজুমদার শ্রীপল্লী, বেলঘরিয়া

একই বক্তব্য জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন শিলং-4, লাবান থেকে শম্পক ভট্টাচার্য। 40/1, ডাঃ রাজকুমার কুণ্ডু লেন, শিবপুর, হাওড়া থেকে গৌতম কুমার খাঁ এবং সালার (মেখপাড়া), মুর্শিদাবাদ থেকে মকবুল হাসান।

সমীকরণ সমাধানের সহজ পদ্ধতি

গত সংখ্যায় উল্লিখিত সমস্যাটির রহস্য আমি নিজেই ধরে ফেলেছি। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, একঘাতীয় সমীকরণগুলির উভয়পক্ষ থেকে কখনো অজ্ঞাত রাশিকে (অর্থাৎ চল-রাশিকে) কাটাকুটি করে দেওয়া যায় না, এতে উল্টো-পাল্টা মান বেরিয়ে আসে, সব সময় সমাধানও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সরল করার পর সমস্তটির বজ্রগুণন করে x-এর মান বের করতে হবে।

অসাবধানতাবশতঃ ঠিক এই ভুলটাই আমি করেছিলাম, আর তাতেই যতো বিপত্তি। অথচ মজার কথা কী জানেন, বছর দুই আগে আমিই একদিন বন্ধুদের এ ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছিলাম। যাইহোক, সত্যিই আমি আন্তরিক দুঃখিত, সম্পাদকবাবু যেন কিছু মনে করবেন না।

দেবাশিস কর, ঠাকুর বাড়ী স্ট্রীট, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর হুগলী